দৈনিক খবর

তারিখ 09 JUN 1992 পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদবীর বেশী, কাজ কম

।।বিশেষসংবাদদাতা।।

চলতি অর্থবছরের (১৯৯১–৯২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম হতাশাব্যঞ্জক। এ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য এডিপিতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৬৩৯ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্থবিরতার কারণে ব্যয় বরাদ্দ সংশোধন করে ৫২০ কোটি ২১ লাখ টাকা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে একদিকে যেমন ঢিলেমী পরিলক্ষিত হয়েছে, অপরদিকে 'তদবিরের' প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। খোদ মন্ত্রী এমন সব তদবির করেছেন যা নিয়ে মন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সময় নষ্ট করা উচিত কি–না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

১০ই অক্টোবর ১৯৯১ সালে সরকারী পিসি কলেজ, বাগেরহাটের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক সৈয়দ রেজাউল হক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করেছেন যাতে তাকে পিসি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক পদের অনুকূলে সহকারী অধ্যাপক পদে পোস্টিং দেয়া হয়। বিষয়টির নিষ্পত্তি মহাপরিচালকের করার কথা থাকলেও গত ১লা জানুয়ারী শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার আবেদনকারীর দরখাস্তের উপর লিখেছেন, "ডিজি (এস এইচ ই)– প্লিজ কনসিডার ইফ হি ক্যান বি কেপ্ট দেয়ার আফটারপ্রমোশন।"

নোয়াখালী সরকারী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মোল্লা

৭–এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জালালউদ্দিন গত বছরের ৮ই আগস্ট তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে এক পত্রে তাকে ও তার স্ত্রীকে একত্রে বদলী করার আবেদন জানিয়েছেন। গত ২৬শে অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছেন, "ডিজি (সেকেন্ডারী), প্লিজ ডু দ্য নিডফুল।"

জামালপুর সরকারী জাহেদা সফীর মহিলা কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মানবিক কারণে তাকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বদলীর আবেদন জানিয়েছেন। পরের দিনই অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শিক্ষামন্ত্রী আবেদনকারীর দরখাস্তে সুপারিশ করেছেন, "ডিজি (সেকেন্ডারী), প্লিজ ট্রান্সফার হিম টু জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি কলেজ ইফ দ্য পোস্ট ইজ ভ্যাকান্ট অর হোয়েন ইট ফলস ভ্যাকান্ট।"

মুন্সীগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক পারভীন আক্তার জাহান গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করেছেন যাতে তাকে ঢাকার কোন সরকারী কলেজে বদলী করা হয়। ৩০শে নভেম্বর তারিখে শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার সুপারিশ করেছেন, "সচিব, দয়া করে ঢাকায় খালি থাকলে পোস্টিং দিবেন। ঢাকায় না থাকলে নারায়ণগঞ্জের কলেজে খালি থাকলে সেখানে পোস্টিং দিবেন। আমাকে ১৫ দিনের মধ্যে অবহিত করার নির্দেশদিন।"

মুন্সীগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের ইংরেজী বিভাগের একজন প্রভাষক সরাসরি মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন তাকে ঢাকার বাংলা কলেজ, তিতুমীর কলেজ অথবা বিজ্ঞান কলেজে বদলী করার জন্য। মন্ত্রী গত ৮ই জানুয়ারী তার দরখাস্তে লিখেছেন, "ডিজি (সেকেন্ডারী), প্লিজ ট্রান্সফার ইফ দেয়ার ইজ ভ্যাকান্সী এ্যাজ স্টেটেড।"

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অর্থনীতি বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য সরাসরি মন্ত্রীর কাছে আবেদন করলে মন্ত্রী তাকে নিরাশ করেননি। তিনি সচিবকে বিষয়টি দেখার জন্যঅনুরোধজানিয়েছেন।

সরকারী দেবেন্দ্র কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক মোজাম্মেল হক সরাসরি মন্ত্রীর কাছে এক আবেদনপত্রে লিখেছেন যে, তাকে পদোন্নতি দিয়ে শরিয়তপুর সরকারী কলেজে বদলী করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, শরিয়তপুরের মত দুর্গম এলাকায় চাকরি করা তার জন্য মানসিক ও আর্থিক দিক হতে অত্যন্ত কষ্টকর হবে। মন্ত্রী জনাব হকের আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছেন, "ডিজি (সেকেন্ডারী), প্লিজ লুক ইন টু ইট।"

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বলেছেন, মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে তদবিরকারীদের ভিড় পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশী। ভিড়ের চাপে কাজ করা কঠিন হয়ে উঠেছে বলে তিনিজানিয়েছেন।

সংসদে '৯২-৯৩ সালের বাজেট পেশ।। রাজস্ব আয় ১০...

৪৫৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত...

৮৫৫০ কোটি, নতুন কর ১৪...

...আদায়ের লক্ষ্য...

বাজেট পেশ : ১৪০ কোটি টাকা নতুন কর